যুগান্তর

তারিখ 14 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

ছাত্রাবাসের কোন অস্তিত্ব নেই : সংস্কারে ব্যয় ৪৩ লাখ টাকা

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে দুর্নীতি

আবদুল মান্নান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার বাবদ কয়েক লাখ টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা
ঘটেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে। একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস না
থাকা সত্ত্বেও ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করে ছাত্রাবাস সংস্কার ও মেরামত বাবদ ৪৩
লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অর্থ
আত্মসাতের এ ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। শিক্ষা ভবনে পেইন্টিং ও
সংস্কারের নামেও চেষ্টা চলেছে অনিয়ম-দুর্নীতি করার। এ ব্যাপারে পৃথক দুটি তদন্ত
প্রতিবেদন সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, নির্বাচিত মাধ্যমিক
বিদ্যালয়ের উন্নয়ন (সরকারি ও বেসরকারি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংস্কারের নামে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী সরকারি
বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরনো ছাত্রাবাস মেরামত ও সংস্কার বাবদ একটি মিথ্যা ও
ভুয়া বিল দাখিল করে ৪৩ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়েছে। আসলে এ
স্কুলের এই ধরনের কোন ছাত্রাবাসের অস্তিত্ব নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল
প্রকল্প প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রায় ৪২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করে
বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩২ সিটের একটি দ্বিতল নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ
করা হয়েছে। ৬টি লটে পুরনো ছাত্রাবাস মেরামত ও সংস্কার বাবদ প্রায় ৪৩ লাখ
টাকা ব্যয় দেখানো হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল

নেই : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

নেই : ছাত্রাবাসে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অধিদফতর চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পুরনো কোন ছাত্রাবাস
সেখানে নেই বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। তাই এ ব্যয়ের কোন প্রশ্ন আসে না। একই অর্থবছরে
ওই বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটে ১৬ লাখ টাকা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একটি
কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। এ নিয়েও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত কাল্পনিক ছাত্রাবাসের মেরামত
বাবদ ৪২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয়েছে। এটি একটি গুরুতর অনিয়ম
বলে মূল্যায়ন বিভাগ শিক্ষা সচিবকে চিঠি দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সূত্র জানায়, শিক্ষা ভবনের প্রথম ব্লক ও দ্বিতীয় ব্লকের
সংস্কার এবং মেরামত কাজের জন্য প্রায় ২০ লাখ টাকার কাজের অনিয়মের চেষ্টা করা হয়েছে।
অভিযোগ রয়েছে, প্রাক্কলন ব্যয় ১৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা কেটে-ছিঁড়ে ২২ লাখ ৭৪ হাজার ৯০৪
টাকা করা হয়েছে। এভাবে প্রাক্কলন ব্যয় বাড়ানো গুরুতর অপরাধ বলে কর্মকর্তারা মনে করেন।
প্রাক্কলনে ১ নম্বর আইটেমে বর্ণিত ওয়াল কোটিং কাজে নতুন সারফেসে রেট হিসাবে প্রতি
বর্গমিটার ১০৮ টাকা ধরা হয়েছে। পুরনো সারফেসে নতুন রেট অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এ আইটেমে
প্রায় ৯ লাখ টাকার অনিয়ম হয়েছে। ২ নম্বর আইটেমে প্লাস্টিক ইমালশন পেইন্ট কাজে নতুন
সারফেসে প্রতি বর্গমিটার রেট হিসাবে ১১৯ টাকা ধরা হয়েছে। ফলে এ আইটেমে প্রায় ২ লাখ
টাকা অতিরিক্ত যোগ হয়েছে। ৬ নম্বর আইটেমে ২৪ হাজার ৭২৮ টাকা ধরা হয়েছে। প্রাক্কলনে
৪ নম্বর আইটেমে বর্ণিত কাজ কোথায় করা হবে তার কোন উল্লেখ নেই। এদিকে শিক্ষা ভবনের
প্রথম ব্লকের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত করিডোর ও লবি মেরামত এবং সংস্কার কাজে
প্রাক্কলন ব্যয় কেটে-ছিঁড়ে সাড়ে ১০ লাখ টাকার স্থলে সাড়ে ১৩ লাখ করা হয়েছে। এ কাজের
তদন্ত প্রতিবেদনে এসব প্রাক্কলন ব্যয়কে অনভিপ্রেত হিসাবে মন্তব্য করা হয়েছে। মন্তব্যে বলা হয়,
প্রাক্কলন যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়নি এবং ব্যাপক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে বর্তমান
প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রিজাউল করিমের মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা জোন
প্রেরিত প্রাক্কলন দুটি যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন দেয়া
হয়েছে। প্রাক্কলনে ১২ লাখ ২০ হাজার ৬৪১ টাকা অতিরিক্ত ধরা হয়েছে। এ প্রাক্কলন অনুসারে
কাজ করা হলে সরকারের উল্লিখিত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হতো। এর আগেই ঘটনা ফাঁস হয়ে
গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে এসব অনিয়মের ব্যাপারে কেন
সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর
জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দফতর থেকে নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে নভেম্বর
মাসে। অদ্যাবধি এর সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে
বলে একাধিক কর্মকর্তা জানান। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ
রিজাউল করিম যুগান্তরকে বলেন, তদন্ত করে কোন অনিয়ম বা দুর্নীতি পাওয়া যায়নি। উভয়
ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী শামসুল হুদা
যুগান্তরকে বলেন, টাকা ব্যয় করা হয়নি, তাই দুর্নীতির কোন প্রশ্ন আসে না। বিন্দুবাসিনী স্কুলের
নতুন ছাত্রাবাস হয়েছে এবং সাবেক ছাত্রাবাসের মেরামত কাজও হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে
অনিয়মের কোন জায়গা নেই।